দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

৪৭

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মাত্র ৩ ভাগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

নাজমুল হাসান ।। দেশের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা মাত্র ২ হইতে ৩ ভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষামান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। এই অবস্থায় সরকার দেশের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও পিটিআই জনবল ও ভৌত অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততার কারণে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। আগামী জুলাই মাস হইতে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা।

দেশের ১৯ হাজার ৬ শত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। তাহাদের মধ্যে মাত্র আড়াই হাজার শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। অবশিষ্ট প্রায় ৮৭ হাজার ৫ শত শিক্ষকের কোন প্রশিক্ষণ নাই। দেশের ৫৩টি পিটিআই-এ বছরে মাত্র ৭/৮ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। এ হিসাবে সকল প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে অন্ততঃ ১০ বছর সময় লাগিবে। এই প্রেক্ষাপটে ৫ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে পিটিআই সমূহে দুই শিফট চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমান ভৌত অবকাঠামো এবং বর্তমান প্রশিক্ষকদের দিয়েই দুই শিফট চালু করা

(২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী প্রাথমিক

(শেষ পৃঃ পর)

হইবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, পিটিআই সমূহে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে, উহাই মানসম্পন্ন হইতেছে না। দুই শিফট চালু করা হইলে প্রশিক্ষণের মানের আরও অবনতি ঘটিবে। প্রশিক্ষণ সামগ্রীর অপার্যাপ্ততাও এ ক্ষেত্রে সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, বর্তমানেও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না। দুইশিফটের জন্য যে পরিমান ট্রেনিং মডিউল, রেফারেন্স বই, চার্ট, মডেল ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে, সেগুলি প্রয়োজনমত সরবরাহ করা সম্ভব না হইলে প্রশিক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পিটিআই প্রশিক্ষকদের কলেজ শিক্ষকদের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া ক্লাশে উপস্থিত হইতে হয়। দুই শিফট চালু হইলে প্রস্তুতি গ্রহণের অবকাশ না পাইয়া তাহারা ক্লাশে মডিউলসমূহ রিডিং পড়িয়া দায়িত্ব শেষ করিবে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের মডিউলগুলি ঠিকমত বুঝাইয়া না মিলে তাহারা কিছুই বুঝিবে না। পিটিআইসমূহে ৪টি সাধারণ বিষয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে ৬টি বিষয়ে পাঠদান করা হয় সে সকল বিষয় এবং ৩টিসহ পাঠ্যক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে সবগুলি বিষয় শেষ করা এমনিতেও সম্ভব হয় না। দুই শিফট চালু হইলেও এ সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষন প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে কাজে লাগান সম্ভব হইলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষন গ্রহণকারীদের পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে।